দৈনিক সংবাদ

FEB 13 2002

কলাম

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর করুণ অবস্থা। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বছরে ১২ মাসের মধ্যে শুক্রবারসহ ৪ মাসই বন্ধ থাকে। অর্থাৎ ১শ' ২৭ দিন। তারমধ্যে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস চলে যায় নতুন বই না পাওয়ায়। কোন লেখাপড়া হয় না। প্রত্যেক শিক্ষকের বছরে ২০ দিন করে নৈমিত্তিক ছুটি আছে। প্রত্যেক শিক্ষককেই ১ বছরের মধ্যে ছুটিগুলো ভোগ করতে হয়। যেসব স্কুলে শিক্ষক ৪ জন থাকার কথা সেসব স্কুলে শিক্ষক উপস্থিত থাকে মাত্র ৩ জন। যেসব স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ৩ থাকার কথা সেসব স্কুলে শিক্ষক উপস্থিত তাকে মাত্র ২ জন।

তাদের মধ্যে আবার সারা বছরই ১ জন শিক্ষক নানারকম ট্রেনিং দেয়ার জন্য ব্যস্ত থাকেন। ১ জন শিক্ষককে ট্রেনিং দেয়া শেষ হলেই অন্য আরেকজন শিক্ষককে ট্রেনিংও নেয়া হয়। এই ট্রেনিংয়ের সময় থাকে ৫ দিন, ৭ দিন অথবা ১০ দিন। এই অবস্থা চলছে।

১ জন বা ২ জন শিক্ষক উপস্থিত থাকলে ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের পড়ার ক্লাস নিতে পারেন না। এই ছোট ছেলেমেয়েদের পড়া তো দূরের কথা, স্কুলে আটকিয়েও রাখতে পারেন না। শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত ৩/৪ জন করে শিক্ষক দেয়া আছে। এনজিও, ব্র্যাক স্কুলগুলোতে শুক্রবারসহ বছরে ৯০ দিন বন্ধ থাকে অর্থাৎ ৩ মাস তাদের অন্য কোন ছুটি নেই। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বছরে মাত্র ৪ মাস লেখাপড়া হয়, বাকি ৮ মাসই লেখাপড়া হয় না, ৪ মাস থাকে সরকারি বন্ধ। ২ মাস চলে যায় বই পুস্তক পায় না। আরো ২ মাস চলে যায় শিক্ষকদের ট্রেনিং ও নৈমিত্তিক ছুটিতে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো উপবৃত্তির টাকাও পাচ্ছে না।

জাহের উদ্দিন আহাম্মদ
সভাপতি- দৌলতবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।